যায়যায়দিন
৪ ডিসেম্বর ২০০৯ শুক্রবার

দারিদ্র্যপীড়িত পল্লী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং সার্বিকভাবে উন্নয়ন সাপেক্ষে আয়-উন্নতির সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে দুটি বড় ধরনের অবকাঠামোগত কার্যক্রম হাতে নিতে হবে, যেমন পল্লী উন্নয়ন এবং কৃষি উন্নয়ন।

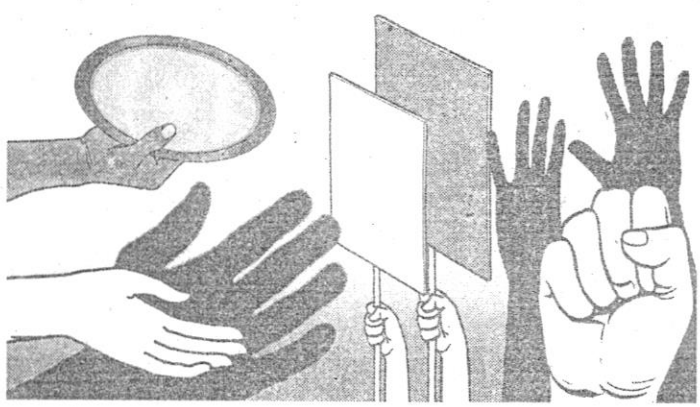

Absolute poverty is a function of per capita national income and income inequality. মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়লেই দরিদ্রতা হ্রাস পাবে, তা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না। কারণ দরিদ্রতার মূল উৎস হলো আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির অসম বণ্টন। মাথাপিছু নিম্ন আয়ের চেয়েও দারিদ্রতার জন্য বেশি করে দায়ী আয়ের অসম বণ্টন। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হাতে নিতে গেলে আমাদের জানা দরকার দরিদ্রতা কী বা কাকে বলে এবং এর উৎস কোথায়। দরিদ্রপীড়িত মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং দারিদ্র্য সংশ্লিষ্টতায় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিষয়াদি। নিরঙ্কুশ দরিদ্রতা, তুলনামূলক দরিদ্রতা, ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারবর্গের তুলনামূলক আয়-উন্নতি, মাথাপিছু আয়, দরিদ্র ও দারিদ্র্য প্রবণতা এবং ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রাম, গ্রামীণ ও কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক বৈশিষ্ট্যগত ধারণার দরকার হয়। সাধারণত দরিদ্র, গ্রাম ও কৃষি– এ শব্দ তিনটির প্রায় সহাবস্থান। শহরের তুলনায় গ্রামের লোকেরা বেশি দরিদ্র। আবার উন্নয়নশীল বিশ্ব বা দরিদ্র দেশগুলো গ্রামে বাস করে। এসব দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামীণ পরিবেশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের ভেতরে জীবিকা নির্বাহ করে। বিশ্বে কম-বেশি প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ বা সাতষট্টি শতাংশ লোকজন কৃষি পেশায় বা ক্ষুদ্র আকৃতির কৃষি খামার ও কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। কৃষিজীবী বলতেই সাধারণত স্বল্প মজুরি কৃষি শ্রমজীবী। দরিদ্র জনপদ অসামঞ্জস্যভাবে বা অনানুপাতিকভাবে গ্রামেগঞ্জে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করে। এ জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশ যেমন কৃষিজীবী, ভূমিহীন, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা মহিলা এবং মা ও শিশু। সব দেশেই আদি বাসিন্দা, আদিবাসী, অথবা কোনো বিশেষ অঞ্চলের একটি বিশেষ জাতি যারা সাধারণত অশিক্ষা ও বৈষম্যের শিকার হয়, তারা অতি দরিদ্র জনগণের একটি বিশেষ অংশ। বাংলাদেশে যেমন গারো, সরেণ ও সাওতাল ইত্যাদি। গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একশ্রেণীর লোক ছোট বা প্রান্তিক ব্যবসায়ী হিসেবেও কাজ করে। শহর বা উপশহরে এসব লোককে বস্তিবাসী বলে। যাদের ছোট ব্যবসা হলো হকারি, খুচরা ব্যবসা এবং অস্থায়ীভাবে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা ইত্যাদি। আফ্রিকা ও এশিয়া পল্লীবাসীর শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্যপীড়িত। লাতিন আমেরিকার পল্লীবাসীর শতকরা ৫০ ভাগ দারিদ্র্যপীড়িত। সাব-সাহারান আফ্রিকা, এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকার মতো দারিদ্র্যপীড়িত মহাদেশ ও উপমহাদেশে মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ গ্রামে বাস করে। আবার বেশিরভাগ গ্রামবাসী দরিদ্র। উল্লিখিত তিনটি উপমহাদেশের ভেতরে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও এশিয়ান দেশগুলো মনে হয় যেন পুরাটাই গ্রামে বাস করে। যেমন World Bank, World Development Report 1990, poverty (New-York Oxford University Press 1990) সূত্রমতে ঘানায় শতকরা ৬৫ ভাগ লোক পল্লী এলাকার জনপদ, যার শতকরা ৮৬ ভাগই দারিদ্র্যপীড়িত। আইভরি কোস্টে শতকরা ৫৭ ভাগ লোক পল্লী জনপদে বাস করে, যার শতকরা ৮৬ ভাগই দারিদ্র্যপীড়িত। সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশ কেনিয়ায় বাংলাদেশের মতো শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। ওপরের সূত্রমতে গ্রামবাসী কেনিয়ার ৯৬ শতাংশ বা সবাই দারিদ্র্যপীড়িত বা গরিব। এশিয়া মহাদেশের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলোর সঙ্গে আলাদা করা খুবই কঠিন। যেমন ভারত ও বাংলাদেশে যথাক্রমে শতকরা ৭৭ ও ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। ৭৭ ভাগ ভারতীয় গ্রামবাসীর ভেতরে শতকরা ৭৯ ভাগই দরিদ্র। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ পল্লীবাসীর ভেতরে আফ্রিকান দেশ ঘানার মতো ৮০ ভাগই দরিদ্র। ইন্দোনেশিয়ায় শহরায়নের অবস্থা বাংলাদেশ, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো। ইন্দোনেশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৩ ভাগ পল্লীবাসী। কিন্তু এই ৭৩ ভাগ পল্লীবাসীর শতকরা ৯৩ ভাগই আবার দরিদ্র। ওপরে উল্লিখিত দেশগুলোর তুলনায় শহরায়ন ও শহরের পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডে একটু ভালো। যে দেশগুলোতে যথাক্রমে ৬২, ৬০ এবং ৭০ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে গ্রামবাসীর শতকরা ৮০ ভাগই দরিদ্র। এশিয়ান পল্লীতে ফিলিপাইনে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যেমন ফিলিপাইনে শতকরা ৬০ ভাগ লোক গ্রামবাসী, যার একটা অংশ দারিদ্র্যপীড়িত।

লাতিন আমেরিকান দেশগুলো ওপরের অনেক দেশের মতোই উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং উন্মুক্ত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধপ্রাপ্ত। অধিকন্তু এ দেশগুলো অনেক এশিয়ান ও আফ্রিকান দেশের তুলনায় বেশ আগে থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। দেশগুলো পশ্চিমা দেশ এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী নর্থ আমেরিকান উন্নত দেশগুলোর সঙ্গেও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে দেশগুলোতে শহরায়ন তুলনামূলকভাবে বেশি। গ্রামেগঞ্জে অবস্থানরত মানুষের ভেতরে দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত কম। লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর ভেতরে আর্থিকভাবে সবচেয়ে উন্নত হলো তেলসমৃদ্ধ দেশ ভেনিজুয়েলা। যেখানে একদিকে শহরায়ন বেশি, আবার অন্যদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভালো। ভেনিজুয়েলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ লোক পল্লী অঞ্চলে বাস করে, যার মাত্র ২০ ভাগ লোক দারিদ্র্যপীড়িত। প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ মেক্সিকো। মেক্সিকোর বৈশিষ্ট্যগত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো অন্যান্য লাতিন আমেরিকান দেশের মতো হলেও বেসরকারি খাত ও বেসরকারিকরণের সুযোগ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে মেক্সিকো। এই দেশটির অনেক অংশ রাজনৈতিকভাবে সীমান্তবর্তী দেশ আমেরিকা দখল করে নিলেও আর্থিকভাবে মেক্সিকানবাসী তেমন পর্যুদস্ত হয়নি। মেক্সিকোর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩১ ভাগ পল্লী অঞ্চলে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশের একটু বেশি বা শতকরা ৩৭ ভাগ দারিদ্র্যপীড়িত। শহরায়ন ও শহরায়নের গতি এবং গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক দরিদ্রতা ইত্যাদি সব দিক থেকে তুলনা করলে দেখা যায়, পানামা ও পেরু একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পানামা ও পেরুতে মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৫০ ও ৪৪ ভাগ গ্রামে বাস করে। পানামার ৫০ ভাগ গ্রামবাসীর ভেতরে ৫৯ ভাগ দরিদ্র। পেরু পল্লীতে বসবাসকারী শতকরা ৪৪ ভাগ লোকের ভেতরে দারিদ্র্যপীড়িত জনসংখ্যার হার শতকরা ৫২ ভাগ। শহরায়ন ও উন্নয়নের দিক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে গুয়েতামালা একটু পিছিয়ে। যেখানে শতকরা ৫৯ জন লোক পল্লী অঞ্চলে বাস করে, যার ৬৬ ভাগ হতদরিদ্র।

ওপরে উল্লিখিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনামূলকভাবে কম উন্নয়ন, শহরায়নের শ্লথ গতি, শুধু শহরভিত্তিক উন্নয়ন, গ্রাম ও পল্লী উন্নয়নে বৈষম্য, গ্রামবাসীর দরিদ্রতার মূলে বড় রাজনৈতিক কারণ হলো শহরায়ন ও শহরের উন্নয়ন খাতে বেশি বরাদ্দ ও গ্রামের দিকে নজর না দেয়া। এসব দেশের রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন, বার্ষিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট ইত্যাদি রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিত ও গৃহীত, যা বিগত তিন-চার দশক ধরে সাধারণত গ্রামবিমুখ ও শহরমুখী হয়। এসব দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক খাত বলতে বোঝায় আধুনিক Urban খাত, যা পল্লীভিত্তিক নয় এবং যা সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিবন্ধকতা। ওপরে উল্লিখিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং সার্বিকভাবে উন্নয়ন সাপেক্ষে আয়-উন্নতির সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে দুটি বড় ধরনের অবকাঠামোগত কার্যক্রম হাতে নিতে হবে, যেমন পল্লী উন্নয়ন এবং কৃষি উন্নয়ন।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।